তন্ত্র-সাধনার উদ্দেশ্য এবং বিধেয়

ডঃ গৌতমকুমার পাল

অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ শে ডিসেম্বর, ২০১৪। উদাহরণ একঃ "৩ মিনিটে বশীকরণ... তান্ত্রিক জ্যোতিষ নিমাই আচার্য।" উদাহরণ দুইঃ "১০০০ টাকায় বশীকরণ। ব্যর্থ প্রেম, বশীকরণ তাঁরা ও কামাক্ষ্যা তন্ত্রে অদ্বিতীয়... শ্রী ইন্দ্রনীল শাস্ত্রী।" এবং এরকম আরো অনেক। আর এ শুধু ২৭ শে ডিসেম্বরের বিশেষত্ব নয়। যেকোনো দিনের যেকোনো খবরের কাগজের বৈশিষ্ট। তন্ত্রের নামে লোক ঠকানোর লোকের অভাব নেই, আর ঠকবার লোকেরও অভাব নেই। অথচ তন্ত্র-সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়া।

তন্ত্রের দুই ভাগ - আগম আর নিগম। আগমে পার্ব্বতী প্রশ্নকর্ত্রী আর মহাদেব উত্তরদাতা, নিগমে তার বিপরীত। তন্ত্রে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান - এই তিনটিকে বলা হয় কুল। তাই তন্ত্রের অপর নাম কৌলমার্গ। কৌলসাধকদের প্রধান সাধনা কুন্ডলিনীর জাগরণ। নিম্নে মূলাধার চক্রে রয়েছে জীব শক্তি কুন্ডলিনী, হৃদ-পদ্মে আছে জীবাত্মা এবং শীর্ষ-সহস্রারে পরমাত্মা। গুরুদত্ত মন্ত্রে মূলাধার থেকে সুষুম্নার পথে কুন্ডলিনী টেনে এনে জীবাত্মার সঙ্গে মিলিয়ে আবার তাকে তুলে নিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মেলালেই আসে সিদ্ধি।

এই কৌলক্রিয়ার তিনটি ভাব - পশু, বীর আর দিব্য; আর সাতটি আচার - বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, কৌলাচার। ভাব মনের, আচার বাইরের। চুড়ামণি তন্ত্রমতে পশুভাবে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার; বীরভাবে বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার; দিব্যভাবে কৌলাচার। আবার বিশ্বসার তন্ত্রে মূলত দুটি আচার - পঞ্চমকার-রহিত দক্ষিণাচার (বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচারের সমষ্টি) এবং পঞ্চমকার-সহিত বামাচার (বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, কৌলাচারের সমষ্টি)।

আক্ষরিক অর্থে মদ্য, মাংস, মৎস, মুদ্রা, মৈথুন নিয়ে পঞ্চমকার। আক্ষরিক অর্থ ধরলেও রুদ্রযামল এবং কুলার্ণব তন্ত্রে বার বার সাবধান করা হয়েছে যে এই সাধনা সাধারণের জন্য নয়। কেবল স্থিরচিত্ত সাধকেরই এতে অধিকার, লম্পটের নয়। মুখে মদ্য, মাংস, মৎস, কিন্তু মনে গুরু ও ঈশ্বরের ধ্যান; পরস্ত্রীর সঙ্গে মৈথুন-কালে ধাতুক্ষয় না করে, নিজের আনন্দ উপভোগ না করে নির্বিকার থাকা - এহেন ক্ষমতা যার করায়ত্ত, তারই বামাচার সাজে। শুধু প্রকৃত অধিকারী হলেই হবে না, পঞ্চমকার দ্রব্য-কেও বিধিবদ্ধ শুদ্ধ হতে হবে এবং তা বিধিবদ্ধ পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে।

তাই বুঝি মহাকাল সংহিতা, মাহেশ্বর তন্ত্র ও ভৈরবী তন্ত্রে পঞ্চমকারের বিভিন্ন অনুকল্প নির্দেশ আছে। কাঁসার পাত্রে নারকেল জল ও তামার পাত্রে গব্য বা মধু দিলেই তা মদের অনুকল্প। মাংসের অনুকল্প পিষ্টক বা পিঠে। মৎসের অনুকল্প কলা বা মুলো। মৈথুনের অনুকল্প হল রমণীর পূজা করে মানসিক শৃঙ্গার-চিন্তা ঈশ্বরকে নিবেদন।

আগমসার মতে যিনি যোগবলে সহস্রার-পদ্মে শিব-শক্তির মিলন ঘটাতে পারেন ও সেই মিলনজাত চন্দ্রমন্ডল থেকে ক্ষরিত সুধা পান করতে পারেন, তিনিই মদ্য-সাধক। যিনি মাংসল জিহ্বা-কে ভক্ষণ অর্থাৎ সংযত করে বাকসংযমে সিদ্ধ, তিনিই মাংস-সাধক। যিনি সাধনা দ্বারা গঙ্গা-যমুনা-রূপী ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর দুটি মাছ - প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস - রুদ্ধ করে মনকে নিশ্চল করতে পারেন, তিনিই মৎস্য-সাধক। যিনি পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে বাহ্য-বস্তু সার-জ্ঞানোদয়ে আত্মানন্দে পুলকিত হন, তিনিই মুদ্রা-সাধক। 'র'-কার কুণ্ডলিনী 'ম'-কার শিবে মিলিত হলে যে 'রম'-ণীয় ব্রহ্মানন্দ, তার আস্বাদ-প্রাপ্ত যোগী-কে বলা হয় মৈথুন-সাধক।

কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হয়েছেঃ

"কৃপাণধারাগমনাদ্‌ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ
ভুজঙ্গধারণান্নুনমশক্যং কুলসাধনম্‌।"

অর্থাৎ, উদ্যত কৃপাণের উপর দিয়ে হাঁটা, বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা, সাপের ফনায় হাত দেওয়া বরং সহজ, কিন্তু তন্ত্রসাধনা এসবের থেকেও কঠিন। তাই সার্বিক বিচারে মনিষীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তামসিক মার্গের লোকদের আধ্যাত্মিকতার দিকে টেনে আনার জন্যই তন্ত্রের উদ্ভাবন। তন্ত্রের আপাত সম্ভোগরসে আকৃষ্ট হয়ে অবশেষে তারা যখন তন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করবে, তখন তারা তন্ত্রমার্গের উপচারের মোহ বা তন্ত্রজাত ক্ষমতার (সিদ্ধাই) মোহ ত্যাগ করে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সাধনা করবে। তন্ত্র তখন উন্নীত হবে মন্ত্রে।

মন-কে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য - এই ষড়-রিপু থেকে ত্রাণ করে যা, তাই হল মন্ত্র। কলি-সন্তরণ উপনিষদ্‌ অনুযায়ী এই কলিযুগে হরিনামই সেই মহামন্ত্র, যার মুহুর্মুহু উচ্চারণে জীবাত্মা সকল কলুষ-মুক্ত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। তন্ত্রমার্গের তুলনায় এই মন্ত্রমার্গ অনেক সহজ, এবং যে কেউ এই মার্গ অবলম্বন করতে পারেন, এর জন্য কোনো বিশেষ প্রতিভার দরকার নেই।

তাই আসুন, ভণ্ড তান্ত্রিক-জ্যোতিষীদের ফাঁদে পা না নিয়ে আমরা হরিনামের মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা ব্যক্ত করি। সন্তান কিছু চাইলেই পিতা-মাতা তার ইচ্ছাপূরণ করেন না, তাঁরা বিচার করে দেখেন সন্তানের জন্য সেটি আদৌ শুভ কিনা। অনুরূপ-ভাবে, পরমেশ্বরের কাছে আমরা যা খুশি প্রার্থনা করতে পারি, উনি বিচার করে তা আমাদের দেবেন বা দেবেন না। কোনও তান্ত্রিক বা জ্যোতিষীকে দিয়ে খোদার উপর খোদকারির চেষ্টা করা মানে ভগবান-কেই অস্বীকার করা, নিজের নাস্তিকতাকে জাহির করা।